Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 1/21/2026 3:46 PM Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৭ মাঘ ।। ১৪৩২।। বুধবার ২১ জানুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৩৩ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

মাইক্রো সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 1/21/2026 3:46 PM Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৭ মাঘ ।। ১৪৩২।। বুধবার ২১ জানুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৩৩ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

জলাশয়ে আছড়ে পড়ল বায়ুসেনার প্রশিক্ষণ বিমান! ভয়াবহ দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য প্রয়াগরাজে

সংসদে দেরিতে এলে হাজিরায় কোপ, কাটা যাবে বেতনও! কড়া নিয়ম আনছে কেন্দ্র

ট্রাম্প জমানায় স্বপ্নভঙ্গ! মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভারতীয় পড়ুয়া ভর্তির হার কমল ৭৫ শতাংশ

পুরীর জগন্নাথ মন্দির উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি

হুমকির জেরে তীব্র চাঞ্চল্য , গ্রেপ্তার ১, নিঃশ্ছিদ্র নিরাপত্তা

নয়া জামানা, পুরী ঃ বিশ্বখ্যাত পুরীর জগন্নাথ মন্দির বোমায় উড়িয়ে দেওয়ার হুমকির জেরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই পোস্টটি ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই ভক্তদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়। তবে ওড়িশা পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে এবং এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। আপাতত মন্দির চত্বরে নিরাপত্তা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।এদিন ফেসবুকের একটি পোস্টে দাবি করা হয়, জগন্নাথ মন্দির বোমায় উড়িয়ে দেওয়া হবে। একই সঙ্গে বিজু জনতা দলের (বিজেডি) রাজ্যসভার সাংসদ শুভাশিস খুঁতিয়ার ওপর হামলার হুমকিও দেওয়া হয় ওই পোস্টে। বিষয়টি নজরে আসতেই সাংসদ পুলিশে অভিযোগ জানান। পুলিশ ও সাইবার বিশেষজ্ঞরা তদন্তে নেমে দেখেন, এক মহিলার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে এই আতঙ্ক ছড়ানো হয়েছে।প্রাথমিকভাবে পুলিশ ওই মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে। মহিলা জানান, তাঁর নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে কেউ এই চক্রান্ত করেছে এবং এই হুমকির সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ নেই। মহিলার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সাইবার সেল এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃত ব্যক্তি ওই মহিলার নাম ব্যবহার করে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। তবে ওই ব্যক্তি কেন এবং কীভাবে এই কাজ করল, তা জানতে সাইবার বিশেষজ্ঞরা ফরেনসিক তদন্ত শুরু করেছেন।সাংসদ শুভাশিস খুঁতিয়া জানিয়েছেন, কেবল সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টই নয়,

তাঁকে ফোনেও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে পুরীর পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। বর্তমানে পুরী পুলিশ ও সাইবার টিম যৌথভাবে এই মামলার তদন্ত চালাচ্ছে।পুরী পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, বর্তমানে উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। মন্দিরের প্রতিটি প্রবেশ পথে তল্লাশি চালানো হয়েছে এবং কোথাও কোনও সন্দেহজনক বস্তু পাওয়া যায়নি। ভক্তদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। মন্দির চত্বরে ভক্ত সমাগম নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি সকলকে শান্ত থাকার অনুরোধ জানিয়েছে প্রশাসন।

বিশ্বখ্যাত পুরীর জগন্নাথ মন্দির বোমায় উড়িয়ে দেওয়ার হুমকির জেরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই পোস্টটি ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই ভক্তদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়। তবে ওড়িশা পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে এবং এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। আপাতত মন্দির চত্বরে নিরাপত্তা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।এদিন ফেসবুকের একটি পোস্টে দাবি করা হয়, জগন্নাথ মন্দির বোমায় উড়িয়ে দেওয়া হবে।

উদ্বেগ চরমে

নিরাপত্তাহীনতায় বাংলাদেশ

কূটনীতিকদের পরিবারের সদস্যদের ভারতে ফেরার নির্দেশ

দীপঙ্কর দোলাই ।। নয়া জামানা

বাংলাদেশে চলমান চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা, উগ্রপন্থার বিস্তার এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সাম্প্রতিক নৃশংস হামলার প্রেক্ষাপটে দেশটিতে নিযুক্ত ভারতীয় কূটনীতিকদের পরিবারের সদস্যদের অবিলম্বে স্বদেশে ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার। এদিন ভারতের বিদেশমন্ত্রক এক জরুরি নির্দেশনায় ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশন ও অন্যান্য সহকারী হাইকমিশনগুলোর কর্মকর্তাদের পরিবারের সদস্যদের ভারতে ফেরার পরামর্শ দিয়েছে। মূলত নিরাপত্তাঝুঁকি এড়াতে এই আংশিক উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু করেছে নয়া দিল্লি।নয়া দিল্লির সরকারি সূত্র ও সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, বাংলাদেশে জননিরাপত্তার ক্রমাগত অবনতি হওয়ায় এই সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ সতর্কতামূলক হিসেবে নেওয়া হয়েছে। মোদী সরকার বর্তমান উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে কর্মকর্তাদের পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। তবে পরিবারের সদস্যদের সরিয়ে নেওয়া হলেও বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ এবং জরুরি কনস্যুলার ও ভিসা পরিষেবা সচল রাখতে দূতাবাস ও কনস্যুলেটগুলো খোলা থাকছে। কর্মকর্তারা নিজ নিজ কর্মস্থলে অবস্থান করে তাদের দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখবেন। কূটনৈতিক মহলের মতে, কোনও দেশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হলেই কেবল এই ধরনের কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।বিশ্লেষকরা এই অস্থিরতার নেপথ্যে বাংলাদেশের আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনকে প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করছেন। নির্বাচনের সময় যত ঘনিয়ে আসছে, দেশজুড়ে রাজনৈতিক মেরুকরণ ও উত্তেজনা ততই চরম আকার ধারণ করছে।

অভিযোগ উঠেছে যে, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলোর দাপট আগের চেয়ে বহুগুণ বেড়েছে। গোয়েন্দা তথ্যানুযায়ী, এই উগ্রপন্থার বিস্তারে বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। ভারত সরকার কোনও ধরনের ঝুঁকি নিতে নারাজ বলেই এই দ্রুত প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া শুরু করেছে।সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ইনকিলাব মঞ্চের প্রধান ওসমান হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের রাজপথ নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। তার মৃত্যুকে 'হত্যাকাণ্ড' দাবি করে অপরাধীদের গ্রেপ্তারে বর্তমান উপদেষ্টা সরকারকে আল্টিমেটাম দিয়েছে সংগঠনটি। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়েছে। জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার পাশাপাশি প্রশাসনিক স্থবিরতার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, যা ভারতীয় কর্মকর্তাদের উদ্বেগের অন্যতম বড় কারণ। রাজপথের এই অস্থিরতা ভারতীয় স্থাপনাগুলোর নিরাপত্তার ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করেছে।বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক হল সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর ক্রমবর্ধমান অত্যাচার। বিশেষ করে ময়মনসিংহে হিন্দু যুবক দীপু দাসকে গণপিটুনির পর নৃশংসভাবে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনাটি আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। এরপর থেকেই দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু ব্যবসায়ী ও সাধারণ নাগরিকদের লক্ষ্য করে পরিকল্পিত হামলার খবর পাওয়া যাচ্ছে।

আরব দেশগুলিতেও এক সময় ব্যবহার করা হত ভারতীয় টাকা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ একটা সময় ছিল যখন ভারতীয় টাকা শুধু ভারতেই নয়, অনেক উপসাগরীয় দেশেও ব্যবহৃত হত। চলুন জেনে নেওয়া যাক কেন সেই উপসাগরীয় দেশগুলি ভারতীয় টাকার ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছিল।

ভারতীয় টাকার ইতিহাস

উনিশ শতক থেকে বিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারতীয় টাকা শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এটি কুয়েত, বাহরাইন, কাতার, ওমান এবং পরবর্তীকালে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি-সহ বেশ কয়েকটি আরব উপসাগরীয় দেশের সরকারি ও প্রধান মুদ্রা ছিল। ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতীয় টাকা ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যের মেরুদণ্ড হয়ে উঠেছিল। এটি ব্যবসায়ীদের কাছে বিশ্বস্ত ছিল। তবে ধীরে ধীরে উপসাগরীয় দেশগুলি এই মুদ্রা পরিত্যাগ করে।

আরব দেশগুলিতে ভারতীয় টাকা কেন ব্যবহার করা হত?

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে ভারত ছিল সুয়েজের পূর্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক কেন্দ্র। উপসাগরীয় দেশগুলি ছিল ব্রিটিশ সংরক্ষিত রাজ্য এবং আনুষ্ঠানিক চুক্তির মাধ্যমে সেখানে ভারতীয় টাকা চালু করা হয়েছিল। এটি বাণিজ্য, বেতন এবং সঞ্চয়ের জন্য একটি বৈধ মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হত। টাকা স্থিতিশীল ছিল এবং এর প্রাথমিক বছরগুলোতে এটি রুপো দ্বারা সমর্থিত ছিল। এছাড়াও, পূর্ব আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত ব্যবসায়ীরা এটি গ্রহণ করতেন। উপসাগরীয় অর্থনীতির জন্য টাকা ছিল একটি সুবিধাজনক ও নির্ভরযোগ্য বিকল্প।

সোনা চোরাচালান

১৯৫০-এর দশকে রুপির আন্তর্জাতিক মর্যাদা একটি বড় ধাক্কা খায়। ভারত সোনার আমদানির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, যার ফলে দেশের অভ্যন্তরে সোনার দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। এদিকে, উপসাগরীয় দেশগুলিতে সোনা অনেক সস্তা এবং সহজলভ্য ছিল। চোরাকারবারিরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। তারা ভারতীয় টাকা নিয়ে উপসাগরীয় দেশগুলিতে যেত এবং তার বিনিময়ে সোনা কিনত। এরপর তারা সেই সোনা ভারতে পাচার করে বিপুল লাভে বিক্রি করত। উপসাগরীয় দেশগুলিতে জমা হওয়া টাকা তখন বিদেশি ব্যাঙ্কগুলিতে জমা করা হত, যারা পরবর্তীতে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে তা রূপান্তরের জন্য আবেদন করত। এই অবৈধ বাণিজ্য ভারতের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে উদ্বেগজনক হারে কমিয়ে দেয়।

গাল্ফ রুপির জন্ম

১৯৫৯ সালে ভারত 'গাল্ফ রুপি' নামে একটি বিশেষ মুদ্রা চালু করে। এটি দেখতে ভারতীয় রুপির মতোই ছিল, কিন্তু এর রঙ ছিল ভিন্ন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই মুদ্রাটি শুধুমাত্র উপসাগরীয় দেশগুলিতেই বৈধ ছিল, ফলে ভারতে এর ব্যবহার অবৈধ ছিল। এর ফলে সোনা পাচার কমে যায় এবং ভারতের রিজার্ভ সুরক্ষিত হয়।

১৯৬৬ সালে মুদ্রার অবমূল্যায়ন

১৯৬৬ সালে ভারত গুরুতর অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। ভারতীয় টাকার মূল্য প্রায় ৫৭ু হ্রাস পায়। যেহেতু গাল্ফ রুপি ভারতীয় টাকার সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাই রাতারাতি এর মূল্যও ব্যাপকভাবে কমে যায়। উপসাগরীয় দেশগুলি এর ফলে আকস্মিক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আমদানির খরচ বেড়ে যায়, সঞ্চয়ের মূল্য হ্রাস পায় এবং রুপির উপর আস্থা কমে যায়। এর ফলস্বরূপ, উপসাগরীয় দেশগুলি দ্রুত তাদের নিজস্ব মুদ্রা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার দিকে এগিয়ে যায়। কুয়েত ১৯৬১ সালে কুয়েতি দিনার প্রবর্তন করে এবং বাহরাইন ১৯৬৫ সালে একই পথ অনুসরণ করে। কাতার ও দুবাই ১৯৬৬ সালে একটি যৌথ রিয়াল চালু করে এবং ওমান ১৯৭০ সালে গাল্ফ রুপির পরিবর্তে ওমানি রিয়াল প্রবর্তন করে।

গত ৪০০ বছরে এক ফোঁটা বৃষ্টি হয়নি বিশ্বের এই স্থানে

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ আচ্ছা এমন একটি জায়গার কথা কল্পনা করুন যেখানে মেঘেরা সারাক্ষণ ভেসে বেরাচ্ছে। কিন্তু কখনও বারিধারা ঝরে পড়ে না। এমন একটি স্থান যা বৃষ্টির অনুভূতি কেমন হয় তা পুরোপুরি ভুলে গিয়েছে। প্রায় চার শতাব্দী ধরে এই জায়গার মাটি এক ফোঁটা বৃষ্টির জল পায়নি। যে জগতে জলই সব কিছু নির্ধারণ করে, সেই পৃথিবীতে এই ভূখণ্ডটি জল ছাড়াই টিকে আছে। যা পৃথিবীর অন্যতম প্রাকৃতিক বিস্ময়। উত্তর চিলিতে অবস্থিত আটাকামা মরুভূমিটি পৃথিবীর সবচেয়ে শুষ্ক অমেরু মরুভূমি হিসেবে পরিচিত। আটাকামা মরুভূমিটি প্রশান্ত মহাসাগর এবং আন্দিজ পর্বতশ্রেণীর মাঝে বিস্তৃত। রেকর্ড অনুযায়ী, কিছু এলাকায়, বিশেষ করে কালামা শহরের কাছে, ১৫৭০ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত কার্যত কোনও উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত হয়নি। এই মরুভূমিটি দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল বরাবর বিস্তৃত, যা চিলির মধ্য দিয়ে এক হাজার কিলোমিটারেরও বেশি এলাকা জুড়ে রয়েছে। এই ভূখণ্ডটি একটি ভিনগ্রহের রাজ্যের মতো মনে হয়, যা অপার্থিব পাথরের আকৃতি, লবণাক্ত সমভূমি এবং বালিয়াড়ি দ্বারা সজ্জিত। এখানে জীবন যেন কেবল হাওয়ার মাধ্যমেই তার অস্তিত্ব জানান দেয়। মরুভূমির অনন্য ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং আবহাওয়াজনিত কারণগুলি এর শুষ্ক প্রকৃতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটির একদিকে সুউচ্চ আন্দিজ পর্বতমালা এবং অন্যদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের শীতল জল। এই প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতাগুলি আর্দ্রতাবাহী মেঘকে মরুভূমির অভ্যন্তরে পৌঁছাতে বাধা দেয়, যার ফলে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম হয় এবং জলবায়ু চরম শুষ্ক থাকে। এই কঠিন পরিস্থিতিতেও এখানে জীবন বেঁচে থাকার উপায় খুঁজে নেয়। ফাটল ধরা ভূপৃষ্ঠের নীচে এমন সহনশীল অণুজীব রয়েছে যা লবণের স্তরেও বেঁচে থাকে। এরপর আসে ফ্লেমিঙ্গোরা, যারা ভূগর্ভস্থ খনিজ জলের দ্বারা পুষ্ট উঁচু অঞ্চলের হ্রদগুলির চারপাশে জড়ো হয়। আদিবাসী সম্প্রদায়গুলিও শত শত বছর ধরে এই শুষ্ক অঞ্চলে বসবাস করছে। আটাকামা মরুভূমি প্রতিটি ভ্রমণকারীর স্বপ্নের তালিকায় রয়েছে। এটি অসাধারণ সব অভিজ্ঞতার সম্ভার নিয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

এবার হবে 'প্লাস্টিকের বৃষ্টি'!

এইদেশের মাথায় হাত

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ চীনের দুটি প্রধান শহরের আকাশে প্লাস্টিকের মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। এমন অদ্ভুত ও আশ্চর্যের ঘটনা সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে। এই বিষয়টি বিজ্ঞানীদেরও হতবাক করেছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে বৃহত্তর গুয়াংঝৌ ও শিয়াং শহরের বায়ুমণ্ডলে মাইক্রোপ্লাস্টিক এবং ন্যানোপ্লাস্টিকের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় অনেক গুণ বেশি। এগুলো এতটাই ক্ষুদ্র কণার আকারের যে চোখে সরাসরি দেখা যায় না, কিন্তু বিজ্ঞানীরা তাদের সনাক্ত করেছেন। গবেষণায় এমন অতি ক্ষুদ্র ন্যানোপ্লাস্টিক কণাও শনাক্ত হয়েছে যাদের আকার প্রায় ২০০ ন্যানোমিটার পর্যন্ত! এই ধরণের প্লাস্টিক কণাগুলোর উপস্থিতি বায়ুমণ্ডলে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে এবং বৃষ্টির সঙ্গে মিশে আবার নিচে নেমে আসছে। অর্থাৎ এখানে প্লাস্টিক কণার ত্ত্বৃষ্টিদ হতেও পারে।

এই গবেষণা বিজ্ঞানীদের কাছে এক দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ বায়ুর মাধ্যমে এই ক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণাগুলো মানুষের নিশ্বাসে প্রবেশ করতে পারে এবং সরাসরি শ্বাসনালী ও শরীরের অভ্যন্তরীণ অংশে পৌঁছতে পারে। যদিও এই কণাগুলোর স্বাস্থ্যগত প্রভাব সম্পর্কে এখনও পুরোপুরি জানা যায়নি, বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন এটি মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। গবেষণাটি সায়েন্স অ্যাডভান্স জার্নালে প্রকাশ পেয়েছে এবং এতে বলা হয়েছে যে বায়ুমণ্ডলে প্লাস্টিকের পরিমাণ যা থাকা উচিত তার থেকে দুই থেকে ছয় গুণ বেশি হতে পারে। এর মানে হল প্লাস্টিকের মাইক্রো ও ন্যানোপ্লাস্টিক কণাগুলো বায়ুতে বিপুল পরিমাণে রয়েছে এবং সাধারণ পদ্ধতিতে শনাক্ত করা কঠিন ছিল। গবেষকরা জানান, রাস্তার ময়লা এবং বৃষ্টি এই কণাগুলোর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ ও ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাতাসে মাইক্রোপ্লাস্টিক ছড়িয়ে পড়া এবং তারা কিভাবে মেঘ গঠন করছে তা নিয়ে এখনও অনেক প্রশ্ন রয়ে গেছে।

এবার ছুটির গন্তব্য হবে চাঁদ!

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ছোট থেকেই বাঙালি, তথা ভারতীয়দের কাছে চাঁদ 'মামা'। এবার আর সেই 'মামাবাড়ি'কে দূর থেকে দেখে স্বাদ মেটানোর দিন শেষ। বরং মামাবাড়িতে এক রাত্তির কাটিয়ে, চাঁদের চরকা বুড়ির সঙ্গে বসে খোশ গল্প করার দিন আসতে চলেছে।

ভাবছেন এসব কী? আজগুবি ব্যাপার? না, না। একদমই নয়। বরং বাস্তবেই এমন ঘটতে চলেছে। জানা গিয়েছে আমেরিকার এক সংস্থা বিশ্বের মধ্যে প্রথমবার এক অভিনব উদ্যোগ নিতে চলেছে। সেই সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে তাঁরা বিশ্বের প্রথম লাক্সারি হোটেল বানাতে চলেছে চাঁদে। ফলে এবার পৃথিবীর বাসিন্দারা চাইলেই 'মামাবাড়ি' গিয়ে থাকতে পারেন। তবে, এই মামাবাড়ি কিন্তু ফোকটে থাকা যাবে না। বরং বেশ বড় অঙ্কের গাঁটের কড়ি খরচ করতে হবে। একরাত চাঁদে থাকার মূল্য কত? এই স্পেস স্টার্ট আপ সংস্থার বানানো চন্দ্রপৃষ্ঠের বিলাবহুল হোটেলে এক রাত থাকতে খরচ করতে হবে ৪,১০,০০০ ডলার। অর্থাৎ ভারতীয় টাকায় প্রায় ৩ কোটি ৭০ লাখ টাকা, মাত্র! ব্যাপারটা কেমন হবে? চাঁদের মাটিতে একটি ফিউচারিস্টিক কাচের গোলাকার হোটেল বানানো হবে। এটি মূলত মহাকাশচারী এবং বিত্তশালী ভ্রমণপিপাসুদের জন্য বানানো হবে, যাঁরা চাঁদে গিয়ে থাকবেন। এই হোটেল থেকে পৃথিবীর প্যানোরমিক ভিউ উপভোগ করা যাবে। সঙ্গে কম বা একেবারেই শূন্য মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে থাকার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে। পৃথিবীর বাইরেও এই বিলাসবহুল হোটেলে মিলবে সমস্ত অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা। জানা গিয়েছে ইতিমধ্যেই বুকিং শুরু হয়ে গিয়েছে এই লাক্সারি হোটেলে রাত কাটানোর জন্য। তবে এই প্রজেক্ট কেবল বিলাসবহুল ভাবে এক রাত চাঁদে কাটানোর বিষয়েই ক্ষান্ত থাকবে না। বরং এটি সেই দিকেও নজর দেবে হাতে দীর্ঘ সময় ধরে মানুষ চাঁদে থাকতে পারে। এবং এই প্রজেক্টের হাত ধরেই মহাকাশ ভ্রমণের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। ঘোষণা হতে না হতেই এই প্রজেক্ট গোটা বিশ্বের নজর কেড়েছে। একদম প্রাথমিক স্টেজে থাকা সত্ত্বেও একদিকে যেমন এই প্রজেক্ট নিয়ে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে, তেমনই এটা কতটা টেকসই, ভবিষ্যৎ কী সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। একই সঙ্গে বিপুল অঙ্কের দাম তো একটা মাথা ব্যথার কারণ বটেই! তবে কে বলতে পারে, যদি বিষয়টা প্ল্যানমাফিক হয়, তবে হয়তো কোনও একদিন আর মালদ্বীপ বা বালি নয়। বরং চাঁদ হয়ে উঠবে ছুটি কাটানোর অন্যতম পছন্দের গন্তব্য!

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 1/21/2026 3:46 PM Page 4

সেতু না পেয়ে ক্ষোভ

উন্নয়নের পাঁচালি শোনাতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে বিধায়ক

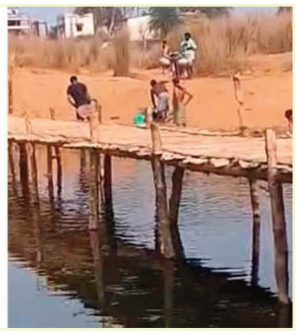

নয়া জামানা , বাঁকুড়া ঃ উপনির্বাচনে দেওয়া সেতুর প্রতিশ্রুতি মেলেনি, উল্টে গ্রামে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বাঁকুড়ার তালডাংরার তৃণমূল বিধায়ক ফাল্গুনী সিংহবাবু। এদিন সিমলাপাল ব্লকের মাদারিয়া গ্রামে উন্নয়নের পাঁচালি কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে গ্রামবাসীদের প্রবল ক্ষোভের মুখে পড়েন তিনি। সামাজিক মাধ্যমে সেই প্রতিবাদের ছবি ছড়িয়ে পড়তেই এলাকা জুড়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে।২০২৪ সালে অরূপ চক্রবর্তী সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর ২০২৫-এর উপনির্বাচনে তালডাংরা থেকে জয়ী হন ফাল্গুনী সিংহবাবু। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, নির্বাচনের আগে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে জিতলে শিলাবতী নদীর ওপর পাকা সেতু নির্মাণ এবং নদী ভাঙ্গন রোধে ব্যবস্থা নেবেন। কিন্তু জয়ের এক বছর কেটে গেলেও বিধায়ক গ্রামমুখো হননি এবং প্রতিশ্রুতির কোনও বাস্তবায়ন ঘটেনি। এদিন তাঁকে সামনে পেয়েই মাদারিয়া, ঝমকা ও পুঁইপাল গ্রামের মানুষ একগুচ্ছ অভিযোগ উগরে দেন।শিলাবতী নদীর পাড়ে অবস্থিত মাদারিয়া গ্রামে ভাঙ্গনের সমস্যা দীর্ঘদিনের। বহু কৃষিজমি ইতিমধ্যে নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। তবে মূল সমস্যা যোগাযোগ ব্যবস্থা। শুখা মরসুমে গ্রামবাসীরা নিজেদের উদ্যোগে তৈরি বাঁশের সাঁকো দিয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করলেও, বর্ষায় পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। নদীর তোড়ে সাঁকো ভেসে গেলে মাদারিয়া ও ঝমকা গ্রামের মানুষ কার্যত জলবন্দি হয়ে পড়েন। স্কুল-কলেজ, বাজার এমনকি জরুরি চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যাওয়ার রাস্তাও বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয়দের দাবি, একটি পাকা সেতুই এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি দিতে পারে।বিক্ষোভের মুখে পড়ে বিধায়ক ফাল্গুনী সিংহবাবু একে জনরোষ না বলে আবদার হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর সাফাই, আমি মাত্র এক বছর বিধায়ক হয়েছি। পাঁচ বছর সময় দিন, কাজ না হলে তখ ন প্রশ্ন তুলবেন। এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়েছে রাজনৈতিক মহলে। বিজেপি এই ঘটনাকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বলে দাবি করেছে। অন্যদিকে, তৃণমূল নেতৃত্ব একে গ্রামবাসীদের আবেগ ও দাবি জানানোর ভঙ্গি হিসেবেই দেখছে। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই বিক্ষোভ শাসকদলের জন্য স্পষ্ট সতর্কবার্তা।

পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে স্বাস্থ্য ভবন অভিযানে অনড় আশা কর্মীরা

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ মাসিক ভাতা বৃদ্ধি-সহ একাধিক দাবিতে আজ স্বাস্থ্য ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছেন রাজ্যের আশা কর্মীরা। মঙ্গলবার সকাল থেকেই এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় রাজ্যের বিভিন্ন জেলা। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ সর্বত্রই আন্দোলনকারীদের রুখতে মরিয়া চেষ্টা চালায় পুলিশ। কোথাও কর্মীদের আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়, আবার কোথাও বাসের ওপর থেকে টেনে হিঁচড়ে নামানোর অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। তবে দমে না গিয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিতে অনেক জায়গায় নিজেদের ইউনিফর্ম বদলে সাধারণ পোশাকে ট্রেনে চড়ে বসেন আন্দোলনকারীরা। মূলত রাজ্য স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগমের কাছে ডেপুটেশন জমা দেওয়াই তাঁদের লক্ষ্য। বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর স্টেশনে এদিন সকালে চরম উত্তেজনা ছড়ায়। বাঁকুড়ায় পুরুলিয়া এক্সপ্রেস ধরার আগেই কর্মীদের ঘিরে ফেলে বিশাল মহিলা পুলিশ বাহিনী। সেখান থেকে বেশ কয়েকজনকে গাড়িতে তুলে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। মেদিনীপুর স্টেশনে বাধা পেয়ে ক্ষুব্ধ কর্মীরা রেললাইনের ওপর শুয়ে বিক্ষোভ দেখান। অন্যদিকে, খানাকুলে শাসকদলের নেতাদের বিরুদ্ধে কর্মীদের বাড়িতে গিয়ে হুমকির অভিযোগও উঠেছে। পুলিশি ধরপাকড় এড়িয়ে বাঁকুড়ার জয়পুর, কোতুলপুর বা আরামবাগের মতো এলাকা থেকে বহু কর্মী গোপনে গোঘাট স্টেশনে পৌঁছে কলকাতার ট্রেন ধরেন। আন্দোলনকারীদের স্পষ্ট বার্তা, দীর্ঘদিনের বঞ্চনা আর মাসিক ভাতার দাবিতে এই লড়াই চলবে। একদিকে পুলিশের কড়া পাহারা, অন্যদিকে আন্দোলনকারীদের কৌশল সব মিলিয়ে মঙ্গলবার সকাল থেকেই উত্তপ্ত রাজ্যের বিভিন্ন রেল স্টেশন ও সড়ক পথ। পরিস্থিতির মোকাবিলায় সবত্রই বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

প্রথিতযশা শিল্পী ও আইনজীবী সঞ্জয় কর্মকারের রহস্যমৃত্যু

গ্রেপ্তার স্ত্রী ও শ্যালিকা

নয়া জামানা, বালুরঘাট ঃ এদিন সন্ধ্যায় পতিরাম থানার লক্ষীপুর গ্রামের বাড়ি থেকে স্বনামধন্য সঞ্চালক , বাচিক শিল্পী , সংগীত শিল্পী , নাট্য ব্যক্তিত্ব তথা আইনজীবী সঞ্জয় কর্মকারের (৫০) ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছিল পুলিশ।এই মৃত্যুর জন্য মোট ছয় জনকে অভিযুক্ত করে বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন মৃতের কাকা ৭১ বছর বয়সী পরিতোষ কর্মকার । অভিযোগকারী কাকা বালুরঘাটের চক ভবানী এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা । অভিযোগের ভিত্তিতে বালুরঘাট থানার পুলিশ মৃত সঞ্জয় কর্মকারের স্ত্রী তথা স্কুল শিক্ষিকা সুস্মিতা সরকার এবং মৃতের শ্যালিকা তনুশ্রী সরকারকে বালুরঘাট থেকে গ্রেফতার করে।এদের সঙ্গে মৃতের ভাইরা আশীষ সাহা এবং হিলির এক বাসিন্দা বিকাশ সরকারকে বিবাদী হিসেবে অভিযুক্ত করে বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের হয়।এর পাশাপাশি বালুরঘাট সংকেত ক্লাব পাড়ার এক এক্স মিলিটারি ম্যান এবং বোল্লা অঞ্চলের এক তান্ত্রিককে অভিযুক্ত করা হয়েছে থানায় দায়ের করা অভিযোগ পত্রে।অভিযোগ পত্রে মৃতের বয়স্ক কাকা সঞ্জয় কর্মকারের অকাল মৃত্যুর জন্য মোট ছয় জনকে দায়ী করেছেন।সেই সঙ্গে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি প্রদানের জন্য পুলিশের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। সঞ্জয় কর্মকারের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর এদিন সন্ধ্যা থেকে বালুরঘাট সংকেত ক্লাব এলাকার অসংখ্য বাসিন্দা এই অকাল মৃত্যুর জন্য তার পরিবারের স্ত্রী , শ্যালিকা , শ্যালিকার স্বামী ও কয়েকজনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এবং অবিলম্বে তাদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানান।

সিএএ-তে নাগরিকত্ব

'সার 'আতঙ্কের মাঝে স্বস্তিতে মালদার পরিবার

হাতিয়ার বিজেপির

সৌরভ ঘোষ, নয়া জামানা, মালদহ ঃ এসআইআর ইস্যু ঘিরে যখন রাজ্যজুড়ে আতঙ্কের স্রোত, মতুয়া সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা, ভোর থেকে শুনানির জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে মানুষ ঠিক সেই সময় মালদহের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে এল স্বস্তির খবর।হবিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বামনগোলা থানার অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুক্কীমারি গ্রামের বাসিন্দা সত্যরঞ্জন বারুই সিএএ (নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন), এর মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট হাতে পেলেন। এই খবরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন শুধু তাঁর পরিবারই নয়, গোটা গ্রামের মানুষ।জানা গিয়েছে, সত্যরঞ্জন বারুই গত আগস্ট মাসে সিএএ-র জন্য আবেদন করেন। সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর হিয়ারিং হয় এবং চলতি জানুয়ারি মাসে তিনি নাগরিকত্বের পরিচয়পত্র পান। নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট হাতে পেয়ে খুশিতে আত্মহারা সত্যরঞ্জন ও তাঁর পরিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানান। সত্যরঞ্জন বারুই বলেন, আমি আগস্ট মাসে আবেদন করেছিলাম, সেপ্টেম্বর মাসে হিয়ারিং হয়। আজ জানুয়ারি মাসে নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট পেলাম। আমাদের গ্রামে আরও অনেকেই সিএএ-তে আবেদন করেছেন, তাঁরাও নাগরিকত্ব পাবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। প্রধানমন্ত্রী যে গ্যারান্টি দিয়েছিলেন, আজ তার প্রমাণ পেলাম। এখন শাসক দল মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে।এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভুক্কীমারি গ্রামে সত্যরঞ্জন বারুইয়ের পাশে দাঁড়ান গ্রামবাসীরা। একে অপরকে মিষ্টি খাইয়ে আনন্দ ভাগ করে নেন তাঁরা। এদিকে খবর পেয়ে হবিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক জুয়েল মুর্মু সত্যরঞ্জন বারুইয়ের বাড়িতে যান। তিনি ফুলের মালা পরিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা দেন। বিধায়ক জুয়েল মুর্মু বলেন,তৃণমূল সরকার সিএএ নিয়ে মানুষকে ভয় দেখ াচ্ছে ও ভুল তথ্য দিচ্ছে। কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে গ্যারান্টি দিয়েছিলেন, তা আজ প্রমাণিত। যারা সিএএ-তে আবেদন করছেন, তাঁরা ভারতীয় নাগরিকত্ব পাচ্ছেন। সত্যরঞ্জন তার জীবন্ত উদাহরণ।অন্যদিকে, এই প্রসঙ্গে মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন,আমরা প্রথম থেকেই এসআইআর-এর বিরুদ্ধে নই, আমরা এর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে ছিলাম। আজ সুপ্রিম কোর্টের রায়ে নির্বাচন কমিশন বড় ধাক্কা খেয়েছে। একজন সিএএ সার্টিফিকেট পেলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। বহু মানুষ আবেদন করেছে, তারা আদৌ নাগরিকত্ব পাবে কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়। ২০২৬ সালে আবারও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থ বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হবেন, এটা নিশ্চিত।এসআইআর ও সিএএ নিয়ে রাজনৈতিক তরজা যখন তুঙ্গে, ঠিক সেই আবহেই সত্যরঞ্জন বারুইয়ের নাগরিকত্ব প্রাপ্তির ঘটনা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে ।

সংবাদ নয়া জামানা সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকার জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা ও মহকুমা থেকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৮৯২৭৭৮৮১০৪

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 1/21/2026 3:46 PM Page 5

গাজোলের বিরোধী রাজনীতির মুখ = গাঙ্গুলি সরকার

আহমেদ বাপি ।। নয়া জামানা ।। গাজোল

রাজনীতি অনেকের কাছে ক্ষমতার সিঁড়ি হলেও গাঙ্গুলি সরকার মণ্ডলের কাছে তা মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এক নিরন্তর সংগ্রামের নাম। গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা এই তরুণী নেত্রী আজ গাজোল তথা মালদা জেলার রাজনীতিতে পরিচিত এক মুখ।কিন্তু এই পরিচিতির পেছনে রয়েছে দীর্ঘ পথচলা, পারিবারিক অনুপ্রেরণা, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে এগিয়ে যাওয়ার এক অদম্য মানসিকতা।

মাত্র ৩৭ বছর বয়সে তিনি যে রাজনৈতিক পরিপক্কতা ও সামাজিক সংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন তা অনেক প্রবীণ রাজনীতিকের কাছেও শিক্ষণীয়।তাঁর জন্ম কালিয়াচক-২ নম্বর ব্লকের পঞ্চানন্দপুর এলাকায়।পরবর্তীকালে পরিবার সহ তিনি পুরাতন মালদার বাচামারী এলাকায় বসবাস শুরু করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি এমন এক পরিবেশে বড় হয়েছেন যেখানে সমাজের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল নিত্যদিনের বিষয়। বাবা বীরেন্দ্রনাথ সরকার ও কাকু ভুবনচন্দ্র সরকার দু'জনেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এলাকার মানুষের নানা প্রয়োজনে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে দেখা যেত। সেই ছবি দেখেই গাঙ্গুলির মনে ধীরে ধীরে তৈরি হয় মানুষের জন্য কিছু করার তাগিদ যা পরবর্তীকালে তাঁকে সক্রিয় রাজনীতির পথে নিয়ে আসে।

পড়াশোনাতেও তিনি ছিলেন মনোযোগী।২০০৯ সালে মালদা কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। কলেজ জীবনে তিনি যেমন পড়াশোনায় যুক্ত ছিলেন তেমনই সমাজের নানা অসংগতির প্রতিও ছিলেন সচেতন।গ্রামের বহু মেয়ের অল্প বয়সে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া, বাল্যবিবাহের ঘটনা,স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পর্কে অজ্ঞতা এই সব বিষয় তাঁকে ভাবিয়ে তুলত।তিনি বুঝেছিলেন,সমাজের প্রকৃত পরিবর্তন আনতে হলে শুধু অভিযোগ করলেই হবে না প্রয়োজন মাঠে নেমে কাজ করার মানসিকতা।২০০৪ সালে তাঁর বিয়ে হয় রাণীগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক পরিবারে। সংসারজীবনে প্রবেশের পর অনেকের ক্ষেত্রেই সামাজিক কাজ বা রাজনৈতিক সক্রিয়তা কমে যায় কিন্তু গাঙ্গুলির ক্ষেত্রে উল্টোটা ঘটে।সংসারের দায়িত্ব সামলে সমাজের জন্য কাজ করার ইচ্ছা তাঁর আরও দৃঢ় হয়।

পরিবারের সমর্থনও তিনি পেয়েছেন যা তাঁর এগিয়ে চলার পথে বড় শক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

২০১৪ সালে গাজোলের ক্ষুদিরাম আর্যের হাত ধরে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। শুরু থেকেই তাঁর উপর দায়িত্ব পড়ে এলাকার মহিলাদের সংগঠিত করার। গ্রামে গ্রামে গিয়ে নারীদের সঙ্গে কথা বলা, তাঁদের সমস্যার কথা শোনা, দলীয় কর্মসূচিতে যুক্ত করা এই ছিল তাঁর দৈনন্দিন কাজ। খুব দ্রুতই তিনি বুঝে যান নারীদের সংগঠিত না করতে পারলে সমাজের অনেক বড় সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।সেই বিশ্বাস থেকেই তিনি মহিলা মোর্চার কাজকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে পরিচালনা করতে থাকেন।

নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম ও সাংগঠনিক দক্ষতার স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৯ সালে তিনি ৮ নম্বর জেলা পরিষদের মহিলা মোর্চার সভাপতির দায়িত্ব পান।এরপর ২০২১ সালে উত্তর মালদা মহিলা মোর্চার সংগঠনের সম্পাদক নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি সেই পদেই রয়েছেন এবং সংগঠনের বিস্তার ও শক্তি বৃদ্ধিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। সংগঠনের বহু মহিলা কর্মী আজও তাঁকে অভিভাবকের মতো দেখেন যাঁর কাছে যে কোনও সমস্যায় ভরসা করা যায়।

বর্তমানে গাঙ্গুলি সরকার মণ্ডল গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত সংগঠনের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিরোধী রাজনীতি করা যে কতটা কঠিন তা তিনি নিজেই স্বীকার করেন। প্রশাসনিক স্তরে নানা প্রতিবন্ধকতা, রাজনৈতিক চাপ, কখনও কখনও কর্মসূচিতে বাধা এই সব কিছুর মধ্য দিয়েই তাঁকে চলতে হয়। তবুও তিনি মনে করেন, বিরোধী দলে থাকা মানে চুপ করে বসে থাকা নয় বরং মানুষের সমস্যাগুলি আরও জোরালোভাবে তুলে ধরার দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়।

রাস্তা সংস্কার, পানীয় জলের সংকট, স্বাস্থ্য পরিষেবার ঘাটতি, রেশন সংক্রান্ত অভিযোগ এই সব বিষয় নিয়ে তিনি নিয়মিতভাবে প্রশাসনের কাছে দাবি জানান। অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যার সমাধান না হলেও তিনি পিছিয়ে যান না। তাঁর বক্তব্য, মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করাই একজন জনপ্রতিনিধির প্রকৃত দায়িত্ব ফলাফল তাৎক্ষণিক না এলেও লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

রাজনীতির পাশাপাশি সমাজসেবার কাজেও তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত রেখেছেন। তিনি 'নব দিগন্ত ফাউন্ডেশন'-এর সঙ্গে যুক্ত থেকে নানা সামাজিক কর্মসূচিতে অংশ নেন। প্রতি বছর সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই শিবিরগুলিতে স্বাস্থ্য সচেতনতা, নারী সুরক্ষা, শিক্ষা ও সামাজিক কুসংস্কার বিরোধী বার্তা দেওয়া হয়। তিনি বিশ্বাস করেন, আইন বা প্রশাসনের পাশাপাশি সচেতনতা তৈরি করাই সমাজ পরিবর্তনের সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

দুর্গাপূজার সময় দুস্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ, বর্ষাকালে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, দরিদ্র শিশুদের পড়াশোনার দায়িত্ব গ্রহণ এই সব কাজ তিনি প্রচারের আলো ছাড়াই করে চলেছেন। তাঁর মতে, সমাজসেবার আসল মূল্য তখনই যখন তা নীরবে ও আন্তরিকভাবে করা হয়। এলাকার বহু অভিভাবক তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ তাঁদের সন্তানদের পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়ে তিনি ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছেন।

আগামী দিনের পরিকল্পনাও তাঁর কাছে স্পষ্ট। তিনি বিশেষভাবে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আরও বেশি সচেতনতামূলক শিবির করার কথা জানিয়েছেন। তাঁর মতে, মেয়েদের শিক্ষা ও আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারলে বাল্যবিবাহ অনেকটাই রোধ করা সম্ভব। পাশাপাশি তিনি গাজোলে একটি পার্ক নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন যেখানে শিশুরা নিরাপদে খেলাধুলা করতে পারবে এবং পরিবারগুলি অবসর কাটাতে পারবে। গ্রামীণ এলাকায় বিনোদনের সুস্থ পরিকাঠামো যে কতটা জরুরি তা তিনি বারবার তুলে ধরেছেন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবি হিসেবে তিনি গাজোলে একটি মহিলা কলেজ স্থাপনের কথা বলেছেন। তাঁর যুক্তি, অনেক মেয়ে দূরে কলেজে পড়তে যেতে না পারার কারণে উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়।যদি ব্লকের মধ্যেই একটি মহিলা কলেজ স্থাপন করা যায় তাহলে বহু মেয়ের ভবিষ্যৎ বদলে যেতে পারে। তিনি বিশ্বাস করেন, শিক্ষা ছাড়া নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়।

নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বা বড় কোনও পদ পাওয়া নিয়ে তিনি খুব একটা ভাবিত নন। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, দল যে দায়িত্ব দেবে সেটাই তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন।বড় পদ নয় মানুষের আস্থা অর্জনই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় সাফল্য। এই মনোভাবই তাঁকে বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় আলাদা করে চিহ্নিত করেছে যেখানে অনেকেই আগে নিজের অবস্থান নিশ্চিত করতে চান।

তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে বিরোধী রাজনীতি করা যে সহজ নয় তা স্বীকার করেও তিনি বলেন, কোনও চাপই তাঁকে তাঁর লক্ষ্য থেকে এক চুলও সরাতে পারেনি। তিনি বিশ্বাস করেন, সত্য ও মানুষের সমর্থন থাকলে কোনও বাধাই দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে না।

এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি প্রতিদিন নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন।গাঙ্গুলি সরকার মণ্ডলের রাজনৈতিক যাত্রা আসলে কেবল একজন নেত্রীর গল্প নয় এটি এক সাধারণ নারীর অসাধারণ সাহসিকতার কাহিনি। সংসার, সমাজ ও রাজনীতির তিনটি দায়িত্ব একসঙ্গে বহন করে তিনি প্রমাণ করেছেন, ইচ্ছাশক্তি ও সততা থাকলে কোনও পথই অসম্ভব নয়। গাজোলের গ্রাম থেকে ব্লক রাজনীতির কেন্দ্র পর্যন্ত তাঁর এই পথচলা আজ বহু তরুণীকে সমাজসেবা ও রাজনীতির দিকে এগিয়ে আসার অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে।আগামী দিনে তিনি কোন পদে থাকবেন, সেটাই তাঁর কাজের মাপকাঠি নয়। মানুষের পাশে থাকার যে অঙ্গীকার তিনি করেছেন, সেটাই তাঁর আসল পরিচয়। আর সেই পরিচয় নিয়েই তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলেছেন, সংগ্রামের মধ্যেই গড়ে তুলছেন আগামী দিনের স্বপ্ন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।